সূরা আল্ ফীল্-১০৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরা। দ্বিতীয় আয়াতে 'আসহাবুল ফীল্' (হস্তীর অধিপতি) এর উল্লেখ আছে। এথেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সেনা-বাহিনীতে এক বা একাধিক হাতী ছিল বলে এ বাহিনীকে 'আসহাবুল ফীল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহের প্রতিনিধি ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনকর্তা আবরাহা আশরাম কর্তৃক কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা-আক্রমণের ঐতিহাসিক ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা এ সূরার বিষয়বস্তু। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহ্ নেগোসকে (নাজ্জাশীকে) খুশী করার জন্য এবং আরবদের একতা ও সংহতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবরাহা কা'বা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তখন আরব এলাকায় ও চতুষ্পার্শ্বে এ ধারণা প্রসার লাভ করছিল, একজন মহান নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হয়ে আরবের সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করে এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করবেন। এ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এর সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেবার জন্য, কা'বা থেকে আরবদের আকর্ষণ ও মনোযোগকে অন্যমুখী করার জন্য, আরব দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের পথ খোলার এবং সর্বোপরি খৃষ্টান বাদশাহ্কে খুশী করার জন্য আবরাহা এ আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। ইতোপূর্বে একই উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। কিন্তু আবরাহা যখন দেখলো, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আরবেরা কোন মতেই কা'বা-কেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে সানা-কেন্দ্রিক হবে না তখন সে ভীষণ চটে গেল এবং ভাবলো, কা'বা ধ্বংস করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তার হাতে বিরাট সেনা বাহিনীও মজুদ ছিল। তাই সে ২০,০০০ সৈন্যসহ কা'বা ধ্বংসের ব্রত নিয়ে মক্কা অভিমূখে রওয়ানা হলো। মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থান গ্রহণপূর্বক সে কা'বার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে তার সাথে আলোচনা করার আহ্বান জানালো। রসূলে পাক (সাঃ) এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে কুরায়শ সর্দারগণ আবরাহার সাথে আলোচনার জন্য গেলে আবরাহা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। আলোচনার সূচনাতেই আবরাহা অবাক হয়ে গেল, কা'বার ব্যাপারে কোন কথা না বলে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তাঁর যে দুশত উট আবরাহার লোকজন আটক করেছে সেগুলো যেন ফেরত দেয়া হয়। আবরাহা বললো, সে তাদের পবিত্র উপাসনালয় ধ্বংস করতে এসেছে আর আব্দুল মুত্তালিব সামান্য দুশত উট ফেরত পাওয়ার কথা বলছেন, এমন ছোট কথাতো তিনি আরব নেতার মুখ থেকে মোটেই আশা করেননি। কা'বা যে জয় করা যাবে না আব্দুল মুত্তালিব সে সম্পর্কে দৃঢ় কণ্ঠে বললেনঃ "আমি উটগুলোর মালিক; কা'বারও নিজস্ব একজন মালিক আছেন, তিনিই একে রক্ষা করবেন" (আল্ কামিল, ১ম খন্ড)। স্বভাবতই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। আবরাহাকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই দেখে আব্দুল মুত্তালিব মক্কাবাসীদেরকে চতুষ্পার্শের পাহাড়গুলোতে চলে যাবার উপদেশ দিলেন। নগরী ছেড়ে যাবার সময় আব্দুল মুত্তালিব কা'বার গিলাফের আঁচল ধরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কা'বার মালিকের কাছে প্রার্থনা করলেন ঃ "মানুষ যেমন লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে তার গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা করে, হে প্রভু! তুমিও তেমনি তোমার গৃহকে রক্ষা কর, ক্রুশকে কা'বার উপর বিজয়ী হতে দিও না" (আল্ কামিল এবং মুইর)। আবরাহার সৈন্যদল কা'বার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো, আর অমনি তাদের উপর ঐশী শাস্তি নেমে এল। মুইর বলেন, 'এক মহাসংক্রামক ব্যাধি আবরাহার শিবিরে আক্রমণ করলো। এটা বিষাক্ত ফোঁড়া ও ঘা এর আকারে দেখা দিল। সম্ভবত তা গুটি বসন্ত ছিল। ভয়-ভীতি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আবরাহার সৈন্যবাহিনী দিগ্‌বিদিক পালাতে লাগলো। গাইড বা পথ-প্রদর্শনকারীরা তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে উপত্যকাসমূহের যত্র-তত্র মরতে লাগলো এবং অপরদিকে এক প্লাবন এসে সহস্র-সহস্র মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিল। এ মহামারীতে কদাচিৎ দু' একজন রক্ষা পেল। আবরাহার সমস্ত দেহ পচা-গলিত ক্ষতে ভরে গেল এবং সানায় প্রত্যাবর্তনের পথে সে অতি হীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করলো।' এ ঘটনার বিষয়ই সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এ মহামারী রোগটি যে ভীষণাকারের গুটি বসন্ত ছিল তা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক্ থেকেও জানা যায়। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর মহীয়সী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আয়েশা দুজন অন্ধ ভিক্ষুককে মক্কায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? তারা উত্তর দিল, তারা আবরাহার হস্তী-চালক (মাহুত) ছিল (মন্‌সূর)।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ ফীল্-১০৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ②

২। তুমি কি জান না তোমার প্রভু-প্রতিপালক হস্তী-বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন[৩৪৩৬]?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ③

৩। তিনি কি [ক]তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ④

৪। আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন[৩৪৩৭],

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ⑤

৫। যারা শুকনো মাটির শক্ত পাথরে তাদেরকে (অর্থাৎ মৃত দেহখন্ডগুলোকে) আঁছড়ে মারছিল[৩৪৩৮]।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑥ ع

১ [৬] ৩০ ৬। অতএব তিনি তাদেরকে চিবানো খড়কুটার ন্যায় করে দিলেন।

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৫১-৫২।

৩৪৩৬। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নেগোস (নাজ্জাশী) এর ইয়েমেনী শাসনকর্তা আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) এর জন্ম-বৎসর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার দিকে বিরাট এক সেনা বাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। তার সেই বাহিনীতে কয়েকটি হাতী ছিল। গুটি বসন্তের মহামারী জাতীয় এক ধরনের সংক্রামক রোগ তার সৈন্যদলকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। তাদের মৃত গলিত দেহকে দলে দলে পাখি এসে খেয়ে শেষ করে। এ সম্বন্ধে সূরার ভূমিকা পাঠ করুন।

['লাম তারা' শব্দটি 'রুইয়াত' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ (১) চাক্ষুষ দেখা, (২) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জানা, (৩) মানুষ পরম্পরায় জানা বা জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া (হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]।

৩৪৩৭। পণ্ডিতদের অনেকের মতে 'আবাবীল' শব্দটি 'ইব্বাউল' এর বহুবচন, যার অর্থ একই পথের অনুসারী পৃথক পৃথক পাখির ঝাঁক, একে অপরের অনুসারী পাখির দল (লেইন)।

৩৪৩৮। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে আক্রমণকারীদের মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে ঠোঁট দিয়ে ঐ মাংসখণ্ডকে পাথরের উপর আঁছড়ে, থেঁতলে নরম করে গিলে গিলে খেয়েছিল। সাধারণত এভাবেই মাংসাশী পাখিরা মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করে। 'বা' উপসর্গটি এখানে 'আলা' (ওপরে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (লেইন)।